

বাংলাদেশে কৃষি ঋণ

সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মোট প্রদত্ত ঋণের শতকরা প্রায় ষাট ভাগ ঋণই দেয়া হয় কৃষি খাতে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষি ঋণের আওতাধীন আছে শস্য ঋণ যেখানে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করার জন্য প্রকৃত কৃষকদেরকে ব্যাংকের নিয়মাবলী অনুসরণ করে শস্য ঋণ দেয়া হয়। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ সহ বিভিন্ন খাতে ঋণ দেয়া হয়। যেকোনো কৃষক কিছু নিয়মাবলী অনুসরণ করে কৃষি ঋণ পেতে পারেন।

সেবার সুবিধা:

- বর্গাচাষীদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্বচ্ছতার সাথে ঋণ দেওয়া হয়।
- কৃষকদের জীবনমানের উন্নতি হয়।
- সকল শাখায় এ সেবাটি পাওয়া যায়।

প্রক্রিয়া:

গ্রাহককে প্রথমে সরাসরি শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কৃষিঋণের আবেদনপত্র বিনামূল্যে শাখা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ঋণটি জামানতযোগ্য হলে চাষযোগ্য জমির সঠিক তফসিলের বিবরণ ঋণ আবেদন ফরমে লিপিবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ শাখায় দাখিল করবেন। কাগজপত্র শাখা ব্যবস্থাপক/ সংশ্লিষ্ট রিপোর্টিং কর্মকর্তাকে দেখিয়ে দাখিলকৃত কাগজপত্র ফেরত নিয়ে যাবেন। তারপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক প্রচলিত নিয়মানুসারে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণের টাকা উত্তোলন করা যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

সেবার ধরন	নাগরিক সেবা
মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
বিভাগ	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
যোগ্যতা	যেকোনো বাংলাদেশী প্রকৃত কৃষক
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	<ul style="list-style-type: none">• ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ ওয়ার্ড কমিশনারের নিকট থেকে নাগরিকত্ব সনদপত্র• ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ সরকারি গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি• ফরমে লিপিবদ্ধ তফসিলভূক্ত জমির হাল সনের খাজনার রশিদ• ট্যাক্স পরিশোধের রশিদ(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

	• জাতীয় পরিচয়পত্র
প্রয়োজনীয় খরচ	বিনামূল্যে
সেবা প্রাপ্তির সময়	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে
কাজ শুরু হবে	বিকেবির সকল শাখায়
আবেদনের সময়	যেকোনো কর্মদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা শাখাপ্রধান
সেবা না পেলে কার কাছে যাবেন	উপ-মহাব্যবস্থাপক, ভিজিলেন্স স্কোয়াড বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ৮৩-৮৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৫৮৮৬৮০

কৃষি ঋণ প্রাপ্তির নিয়ম:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয় না। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে নির্ধারিত কিছু ফসল উৎপাদন করার জন্য কৃষকদের ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে।

যেসকল ফসল উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ হয়ে থাকে সেগুলো নিম্নরূপ

(ক) ডাল জাতীয় ফসলঃ মাসকলাই, মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর ও অড়হর।

(খ) তৈল জাতীয় ফসলঃ সরিষা, তিল, তিসি, সূর্যমুখী, সয়াবিন।

(গ) মসলা জাতীয় ফসলঃ পিঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ ও জিরা।

(ঘ) ভুট্টা।

ঋণ প্রাপ্তির জন্য নিয়ম কানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

কৃষিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় বিশেষায়িত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালে কৃষি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশবলে (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭, ১৯৭৩) একটি বিশেষায়িত সরকারি ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর সমন্বয়ে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের উত্তরসূরি। প্রাথমিকভাবে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ছিল ৩৭০ মিলিয়ন টাকা। সম্পূর্ণ শেয়ারই সরকার ক্রয় করে। পরবর্তীকালে ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ব্যবসায় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২ বিলিয়ন ও ১ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০০৮ সালে কৃষি ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত উভয় মূলধনই ৩.৫ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়।

গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য এই ব্যাংকের সৃষ্টি। দেশে কৃষিক্ষণ পরিচালনা কর্মকান্ডের সিংহভাগই এককভাবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অবদান। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের জন্য একটি বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক হলেও এটি অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো সব ধরনের ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। কৃষিক্ষণ বিতরণের পাশাপাশি বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসা, বাণিজ্যিক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প, প্রকল্পের চলতি মূলধন, এসএমই, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মাইক্রো ক্রেডিট, কনজুমার ক্রেডিট এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ড ইত্যাদি খাতে এই ব্যাংক ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দুইদফা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের গৃহীত পুনর্বাসন কর্মসূচি সরকারসহ সকল মহলে প্রশংসিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবসার জন্য এই ব্যাংকের রয়েছে ১৫টি অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় শাখা এবং ২২৫টি বিদেশি প্রতিসঙ্গী ব্যাংক। এই শাখাগুলির মাধ্যমে ব্যাংকের সকল শাখার বৈদেশিক রেমিট্যান্সের টাকা ৩ দিনের মধ্যে গ্রাহকের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। এ ব্যাংকের মোট ৮২টি শাখা ওয়ানস্টপ সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের (বিকেবি) কার্যক্রম দেখাশোনা করার জন্য প্রশাসক নিয়োগ করে। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ-এর শর্তানুযায়ী একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালের মার্চে সরকার ব্যাংকের পরিচালক পদ গঠন করে এবং ১৯৮১ সালের এপ্রিলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে পরিচালক পদেদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। ১৯৮১ সালের এপ্রিলে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জন্য দুটি ভিন্ন ভিন্ন অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার কর্তৃক বিকেবি-র কর্মকর্তা নন এমন একজন পরিচালককে পদেদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। পক্ষান্তরে ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী করা হয়। বর্তমানে পরিচালক পদে চেয়ারম্যানসহ মোট ১১ জন পরিচালক রয়েছে। ব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে ৭টি বিভাগ রয়েছে, যথা প্রশাসন, ঋণ, অর্থ, কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও ঋণ আদায়, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন এবং আন্তর্জাতিক বিভাগ। ৭টি বিভাগের প্রতিটির প্রধানের দায়িত্বে রয়েছে একজন করে মহাব্যবস্থাপক।

মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান (মিলিয়ন টাকায়):

বিবরণ	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯
অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২৪০০	৩০০০	৩০০০	৩৫০০	১৫০০০
পরিশোধিত মূলধন	২০০০	২৪০০	৩০০০	৩০০০	৩৫০০	৯০০০
রিজার্ভ ফান্ড	১২৪২	১৩০৫	১৩৩৮	১৩৬৯	১৫৪০	২০৬০
মোট আমানত	৪৯৭০০	৫৫৯৬০	৬৩৪১৩	৬৬৩০৭	৭৯৫১৭	৯৩৪৪৭
ক) তলবি আমানত	৪৭৫৫	৫৪০৮	৬৫০৮	৭৩৬৬	৭৬৭৩	১০৩৫১
খ) মেয়াদি আমানত	৪৪৯৪৫	৫০৫৫২	৫৬৯০৫	৫৮৯৪১	৭১৮৪৪	৮৩০৯৬
ঋণ ও অগ্রিম	৫৯৩০৪	৬১৪০৭	৭০০৫৬	৭৩২৮৬	৮৩৪৪৮	৯১৭৯৮
বিনিয়োগ	১৬৮৮	১৭১৯	১৬০৮	১৬০৮	১৪৯২	১৫১২
মোট পরিসম্পদ	৮৭৪১৬	৯৫২৮৪	১০২৩৯৬	১০২৩৯৬	১১৭৮২৩	১৪০৮১৬
মোট আয়	৪১৯৮	৩৯২৩	৪৭৩১	৪৭৩১	৬৫০১	৯৮৬৬
মোট ব্যয়	৫৬০৬	৫৭৬৭	৬৫০৪	৬৫০৪	৮৪৬৭	৯৭৪১
বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১১৯৯২	২০২৬৮	২৭৬২০	৩১২১২	৩৫৮৫২	৪৫৯৫৯
ক) রপ্তানি	৪৮৪০	৫৬৩১	৭৫৬৮	৯০৮৬	১০৮৪৪	১৩৪৬৭
খ) আমদানি	৫৫৮০	১২১৮৩	১৬৭৭২	১৬৮৩১	১৮১৩০	২২৯৭৯
গ) রেমিট্যান্স	১৫৭২	২৪৫৪	৩২৮০	৫২৯৫	৬৮৭৮	৯৫১৩
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১০৭৭৯	১০৬১৭	১০৪৫৪	১০২৩৬	১০৫৩০	১০৩১৩
ক) কর্মকর্তা	৪৬৪২	৪৬৩৪	৪৫০১	৪৩৬৫	৪৭৫৬	৪৭১৭
খ) কর্মচারি	৬১৩৭	৫৯৮৩	৫৯৫৩	৫৮৭১	৫৭৭৪	৫৫৯৬
বিদেশি প্রতಿಸংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৭৯	১৮১	১৮৮	১৯০	২১৫	২২৫
শাখা (সংখ্যায়)	৯২৯	৯৩৮	৯৪২	৯৪৮	৯৫০	৯৫২
ক) বাংলাদেশে	৯২৯	৯৩৮	৯৪২	৯৪৮	৯৫০	৯৫২
কৃষিখাতে						
ক) ঋণ বিতরণ	১২৬০৫	১২৬৬৮	১৭৬০০	১৬৭৯৯	১৬৭০৯	১৭৩৬৬
খ) আদায়	১৩০৭৩	৮৯১৩	১৪৫৪৮	১৭৮৭৩	১৫৩৭১	১৫৩৪৯
শিল্প খাতে						
ক) ঋণ বিতরণ	৩৮৮৩	৩৯৮৮	৫৫১১	৭২৪৪	৭১০৫	৭৯৬৪
খ) আদায়	৩৫৭৬	৩১৫৬	৪৬৭৯	৬৭৭১	৬৮১৪	৮৫৪২
খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি						
ক) কৃষি ও মৎস্য	৩৬৯৩	৪৫৩৯৩	৫০৭৯৯	৫০৭৪২	৫৬১০৯	৫৭১৭৫

খ) শিল্প	৬৫৫৮	৬৯৭৫	৯০৭৯	১০২৪৫	১০০৪৮	৯৭৮৩
গ) ব্যবসাবাণিজ্য	২৬৪৭	১৬০৮	২৫৪৯	২৭৫৩	৫৭১৫	৯৮৪৯
ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন	৩২০০	২১৩০	২২০৭	২৪১০	১৩২০	৩৪১৫

উৎস অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী, ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০।

বিকেবি ব্যক্তিবিশেষ ও যে কোনো সংস্থাকে শস্য উৎপাদন, সবজি আবাদ, বনায়ন, মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিতদের ঋণসুবিধা প্রদান করে থাকে। এটি গ্রামীণ কুটির শিল্পকেও আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। বিকেবিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজ করার নির্দেশ রয়েছে তবে তা হতে হবে পল্লী ও শহর এলাকার কৃষি, কৃষিভিত্তিক এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্পের উন্নতির জন্য। বিকেবি ক্ষুদ্র কৃষক এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত দলকে ঋণ চাহিদায় যতদূর সম্ভব অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

ব্যাংকটি শস্য উৎপাদনে আর্থিক সহায়তা প্রদানে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ, কৃষি ও কৃষিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য বিপণনে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হবে তার কার্যকাল এবং আয় সৃষ্টির ক্ষমতার ওপর ঋণের মেয়াদ নির্ধারিত হয়ে থাকে। ব্যাংকটি সাধারণত মৌসুমি কৃষি উৎপাদন কর্মকাণ্ডের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। অগভীর পাম্প, হস্তচালিত পাম্প, কৃষি সরঞ্জাম, গরুর গাড়ি, ছাগলের খামার, হাঁসমুরগি, হালের জন্য গরু-মহিষ, কৃষিপণ্যের পরিবহণ সুবিধা এবং কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য মধ্যমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মূলধন ব্যয়ের জন্য প্রদান করা হয়, যেমন কলের লাঙল ক্রয়, অগভীর নলকূপ, বরফকল নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, চা বাগান সম্প্রসারণ, সবজি বাগান, বনায়ন, মৎস্যচাষে বিনিয়োগ। স্বল্পমেয়াদি ঋণের মেয়াদ ১৮ মাস, মধ্যমেয়াদি ঋণের মেয়াদ ৫ বছর পর্যন্ত এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের মেয়াদ ৫ বছরের অধিক।

বিকেবি অসংখ্য প্রকল্প এবং বিশেষ কর্মসূচিতে আর্থিক সহায়তা দেয়, যেমন বিশেষ কৃষিঋণ, বিএডিসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কৃষি-খামারি, আলু চাষ এবং সংরক্ষণ, চা বাগান, হস্তচালিত পাম্প, অগভীর ও গভীর নলকূপ স্থাপন, পরীক্ষামূলক অর্থসংস্থান প্রকল্প, দুগ্ধ খামার প্রকল্প, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ, গবাদিপশু পালন, তামাক, তুলা ও কলা উৎপাদন এবং বিপণনে ঋণ সহায়তা, বেতাগি কমিউনিটি ফরেস্ট প্রজেক্ট, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান ইত্যাদি খাতে ব্যাংকটি বার্ষিক প্রায় ১৪ বিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, আমদানি বিকল্প শস্য উৎপাদন, ক্রমবর্ধমান কৃষি ঋণের চাহিদা পূরণ, কৃষিতে নতুন নতুন দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ব্যাপক কৃষিঋণ বিতরণপূর্বক কৃষি খাতকে অধিকতর সুদৃঢ়করণ এবং ব্যাংকের তহবিলের ভিত্তি আরো মজবুতকরণ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিটি অর্থবছরের কৃষিঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

দেশের মানুষের মধ্যে সঞ্চয় স্পৃহা জাগ্রত করে তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে সাধারণ আমানত হিসাবের পাশাপাশি কৃষি ব্যাংক ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র সঞ্চয় স্কিম চালু করেছে। ২০০৮ অর্থবছরে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সঞ্চয় স্কিম' নামে ৭ বছর মেয়াদি একটি নতুন সঞ্চয় স্কিম চালু করে হয়। ফসল মৌসুমে যথাসময়ে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে কৃষকদের হাতে ঋণের টাকা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের শাখাগুলি কৃষিঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডের আওতায় ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদেরও সহজ শর্তে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ]

কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে ১৬ শতাংশ:

সদ্য শেষ হওয়া অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৭ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা। বছর শেষে দেখা গেছে বিতরণ হয়েছে ২০ হাজার ৯৯৯ কোটি টাকা। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা আগের অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ১৬ শতাংশ বাড়ানো হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাংকগুলোর জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে ২০ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় কৃষি ও পল্লীঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস.এম মনিরুজ্জামান এ নীতিমালা ঘোষণা করেন। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীরা উপস্থিত থাকবেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ব্যাংকের নিট ঋণ ও অগ্রিমের ন্যূনতম দুই শতাংশ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের যে বিধান রয়েছে তা বহাল থাকছে। তবে এবার এ ক্ষেত্রে আরো কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। কোন ব্যাংক যাতে লক্ষ্যমাত্রা কমাতে না পারে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তদারকি করা হয়েছে। এদিকে সব তফসীলি ব্যাংককে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হলেও আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের দৈন্যদশার কারণে কৃষি ও পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, আগের বছরের মতই শস্য ও ফসল চাষের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট ছাড়াই একজন কৃষক সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা ঋণ নিতে পারবেন। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৩০ শতাংশ বিতরণ করার যে বিধান ছিল তাই থাকছে। আর নেটওয়ার্ক অপতুলতার কারণে বিদেশী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এ নিয়ম কার্যকর না হওয়ার যে বিধান ছিল তা বহাল থাকবে। এর বাইরে অন্যান্য মূল নীতিমালায় খুব বেশি পরিবর্তন আসছে না। সেগুলো আগের মতই থাকছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, দেশে প্রচলিত ফসলের পাশাপাশি বিদেশি ফল ও ফসল চাষে কৃষকদের উত্সাহিত করার জন্য নতুন কৃষি ঋণ নীতিমালায় নির্দেশনা থাকবে।

ওইসব বিদেশি সজ্জি, ফল ও ফসলে মধ্যে কোন কোনটায় ঋণ দেওয়া যাবে, সে বিষয়ে বলা থাকবে। যেমন, স্কেয়াশ ও কাসাভা চাষের ক্ষেত্রে কৃষকদের উত্সাহিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের কথা বলা থাকবে এবারের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায়।

গেল অর্থবছরে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ৮টি ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত ছিল নয় হাজার ২৯০ কোটি টাকা। বছর শেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানার এসব ব্যাংক নয় হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। আর বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলোর জন্য আট হাজার ২৬০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা ছিল।